

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 227022060

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM



ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

নারীবাদ

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক
স্টাডিজের একটি আনুসঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

ইসরাত জাহান

রোলঃ 227022060

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, “ নারীবাদ ” বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে ইসরাত জাহান, আইডিঃ 227022060 বিচক্ষণতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাওঃ আরমান হোসাইন

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

মুফতিঃ মুজিবুর রহমান

আকিদাহ ও ফিকহ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ নারীবাদ ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: আরমান হোসাইন উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

ইসরাত জাহান

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

৩০ নভেম্বর, ২০২৪ ইং

ইসরাত জাহান

আইডিঃ 227022060

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

নারী সৃষ্টির কারণ	5
নারীবাদ কি ও কেন?	5
ইসলামে নারীবাদ	6
নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে	10
স্বাধীনতা..... ।.....	12
নারীত্ববাদ নাকি পশ্চিমাদের নারীবাদ.....	14

নারী সৃষ্টির কারণ

মানুষ হিসেবে আল্লাহ তা'য়ালা সর্বপ্রথম সৃষ্টি করেছিলেন হযরত আদম আ. কে। পরবর্তীতে আল্লাহ তা'য়ালা আদম আ. এর প্রয়োজনে সৃষ্টি করেছিলেন হযরত হাওয়া আ. কে।

এ সম্পর্কে ইবনে মাসউদ, ইবনে আব্বাস এবং অন্যান্য সাহাবী থেকে এসেছে, ইবলিসকে জান্নাত থেকে বের করা হল আর আদমকে জান্নাতে বসবাসের সুযোগ দেয়া হল। কিন্তু তিনি জান্নাতে একাকীত্ব অনুভব করতে থাকলেন। তারপর তার চোখে ঘুম নেমে এলো, তিনি ঘুম থেকে জাগ্রত হয়ে দেখতে পেলেন যে, তার মাথার পাশে একজন নারী বসে আছেন, যাকে তার পাঁজর থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। তিনি তাকে প্রশ্ন করলেন, তুমি কে? বললেন, আমি একজন নারী।

আদম বললেন, তোমাকে কেন সৃষ্টি করা হয়েছে? বললেন, যাতে তুমি আমার কাছে প্রশান্তি লাভ কর। তখন ফেরেশতাগণ তাকে প্রশ্ন করলেন, হে আদম! এর নাম কি? আদম বললেন, হাওয়া। তারা বলল, তাকে হাওয়া কেন নাম দেয়া হল? তিনি বললেন, কেননা তাকে জীবিত বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (তাফসিরে ইবনে কাসির, ১ম খণ্ড, ২৩৫)

তাহলে এখানে স্পষ্ট হলো যে, আল্লাহ তা'য়ালা নারী সৃষ্টি করেছেন পুরুষের পরিপূরক হিসেবে। আর আমাদের সুশীলরা চান পুরুষ হতে, পুরুষের সমান হতে যা একজন মুসলিমের জন্য আল্লাহর সাথে অবাধ্যতার শামিল এবং যা মূলত সঠিক নয়।

নারীবাদ কি ও কেন?

আমাদের আধুনিক সমাজের খুবই মুখরোচক একটি শব্দ "নারীবাদ"। কেউ বিস্তারিত জেনে বুঝে এর দিকে ঝুঁকে পড়ে। কেউ বা সামান্য জ্ঞান নিয়ে ই এই শব্দ এবং মতবাদের পক্ষে বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। তবে আমাদের সমাজের বেশিরভাগ শিক্ষিত বা উচ্চ শিক্ষিত নারীই শুধুমাত্র একাডেমিক ভাবে পশ্চিমাদের শেখানো দু চার লাইন গলাধঃকরণ করেই নারীবাদের পক্ষে কথা বলে এবং কাজ করে। কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্যি এটা যে, এই মতবাদে তাদের বেশিরভাগ বক্তব্য এবং চাহিদা থাকে ইসলাম বিদ্বেষ মূলক।

১৮৮০ সালে ফ্রান্সে সর্বপ্রথম বৈশ্বিক আন্দোলন হিসেবে "নারীবাদ" শব্দটির প্রচলন হয়। নারীবাদ মতাদর্শ হলো নারীরা রাজনৈতিক, সামাজিক, লৈঙ্গিক, বৌদ্ধিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে পুরুষের সমান অধিকার লাভ করবে।

নারী আন্দোলনকারীরা নারীর আইনগত অধিকার(চুক্তির অধিকার, সম্পত্তির অধিকার, বৈবাহিক অধিকার, ভোটাধিকার), দৈহিক স্বাধীনতা ও অখণ্ডতা রক্ষার অধিকার, চলাফেরার স্বাধীনতা, প্রজনন অধিকার (যথেষ্ট জন্মনিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ব্যবহার করার অধিকার, সন্তানের সংখ্যা নির্ধারণের অধিকার, উন্নতমানের প্রসূতি চিকিৎসা লাভের অধিকার), কর্মস্থলে নারীর অধিকার(যার মধ্যে মাতৃত্ব ছুটি, সমান মজুরি ও বেতন প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত), সকল মানবাধিকার লাভ করার সুযোগ নিশ্চিত করা ইত্যাদি। বস্তুত যেখানে নারীর প্রতি বৈষম্য বিদ্যমান, নারী আন্দোলন কারীরা সেসব জেডার ভিত্তিক বৈষম্যের প্রতি গুরুত্ব দেয়।

নোট :- রেফারেন্স গুগল আর্টিকেল।

ইসলামে নারীবাদ

সৃষ্টির পর থেকেই আস্তে আস্তে যুগের পরিক্রমায় সমাজে নারীরা চরমভাবে অবহেলিত হতে থাকে। পরিস্থিতি এমন দাঁড়ায় যে, একটা সময় নারীদের শুধুমাত্র ভোগের বস্তু মনে করা হতো। নারীদেরকে তাদের ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হতো। তাদেরকে সমাজের বোঝা মনে হতো। মানুষ হিসেবে সমাজে তাদের কোনো মূল্যায়ণই ছিলো না। জুলুম নির্যাতন ছিলো তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। সেই যুগ আমাদের কাছে আইয়্যামে জাহেলিয়াত বা জাহেলিয়াতের যুগ নামে পরিচিত।

তারপর ইসলামের আগমন ঘটলো। ইসলাম নারীদের এসব বর্বরতা থেকে উদ্ধার করে মর্যাদার আসনে সমাসীন করলো। তাদের সম্মান-আত্মমর্যাদাবোধ তাদেরকে ফিরিয়ে দিলো। তাদের প্রতি পুরুষের দায়িত্বগুলোকে পালন করতে পুরুষদের বাধ্য করলো।

ইসলামের আগমনে সমাজের নারীদের যেসব অধিকার প্রতিষ্ঠা হলো-

১) জাহেলিয়াতের যুগে স্বামীর তলাক অথবা মৃত্যুর পর দ্বিতীয় বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়া নারীদের জন্য নিষিদ্ধ ছিলো। ফলে কোনো নারীর স্বামীর মৃত্যুর পর তাকে অতি কষ্টে দিনাতিপাত করতে হতো।

কিন্তু ইসলাম নারীদের এ দুর্ভোগ দূর করে তাদেরকে নানারূপ লাঞ্ছনা-বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করলো। তাদেরকে নতুন জীবন শুরু করার অধিকার দিলো।

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'য়ালা বলে,

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অর্থ :- আর যখন তোমরা স্ত্রীদেরকে তালাক দেবে অতঃপর তারা তাদের ইদ্দতে পৌঁছবে তখন তোমরা তাদেরকে বাধা দিয়ো না যে, তারা তাদের স্বামীদেরকে বিয়ে করবে যদি তারা পরস্পরে তাদের মধ্যে বিধি মোতাবেক সম্মত হয়। এটা উপদেশ তাকে দেয়া হচ্ছে, যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও শেষ দিবসের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এটি তোমাদের জন্য অধিক শুদ্ধ ও অধিক পবিত্র। আর আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জান না। [সূরা বাকারা : ৩২]

২) জাহেলিয়াতে নারীরা নিজেদের ধন-সম্পদ নিজেরা ভোগ করতে পারতো না। সম্পদে তাদেরকে কোনো অধিকার ই দেয়া হতো না। বিবাহের মোহরানা হিসেবে তাদেরকে যে টাকা-পয়সা দেয়া হতো তাও তাদের স্বামীরা তাদের কাছ থেকে তা আত্মসাৎ করে নিতো। জোরপূর্বক তাদেরকে ঘরে আবদ্ধ করে রাখতো। এভাবে তারা নারীদের উপর অযাচিত হস্তক্ষেপ করতো।

কিন্তু ইসলাম আসার পর নারীদের উপর এ ধরনের অবৈধ হস্তক্ষেপ ও অনধিকার চর্চা নিষিদ্ধ করে দেয়। নারীরা তাদের সম্পদ হতে ইচ্ছানুযায়ী ব্যয় করা এবং পছন্দমতো অন্যত্র বিবাহ করার অধিকার ফিরে পায়।

এ সম্পর্কে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيَّنَةٍ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

অর্থ :- হে মুমিনগণ, তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা জোর করে নারীদের ওয়ারিছ হবে। আর তোমরা তাদেরকে আবদ্ধ করে রেখো না, তাদেরকে যা দিয়েছ তা থেকে তোমরা কিছু নিয়ে নেয়ার জন্য, তবে যদি তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়। আর তোমরা তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর। আর যদি তোমরা তাদেরকে

অপছন্দ কর, তবে এমনও হতে পারে যে, তোমরা কোন কিছুকে অপছন্দ করছ আর আল্লাহ তাতে অনেক কল্যাণ রাখবেন।[সূরা নিসা : ১৯]

৩) জাহেলিয়াতের যুগে জীবজন্তু ও যেভাবে মিরাসের সম্পত্তি হওয়ার যোগ্য হতো তেমনটিই নারীরাও ধন সম্পদের মতো মিরাসের সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হতো। আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. হতে বর্ণিত, তিনি বলেন - আরবদের অবস্থা এই ছিলো যে, তাদের কারো পিতা মারা গেলে অথবা তার সহযোগী মারা গেলে, তার স্ত্রীর উপর কতৃৎ অন্যদের তুলনায় তারই বেশি হতো। সে ইচ্ছে করলে তাকে আটকে রাখতে পারতো অথবা তার মোহরানা বা ধন সম্পত্তি দ্বারা মুক্তিপণ না দেয়া পর্যন্ত তাকে করায়ত্ত করতে পারতো অথবা মৃত্যু পর্যন্ত তাকে ধরে রাখতে পারতো। আর যখন মারা যায় তখন সে তার ধনসম্পদ সহ যাবতীয় সবকিছুর মালিক হতো।

জাহেলিয়াতের যুগে তালাকের কোনো নির্দিষ্ট পরিমাণ ছিলো না। যে যত পারতো সে তার স্ত্রীকে ততই তালাক দিতে পারতো। কিন্তু ইসলাম তালাকের নিয়ন্ত্রণ করে এবং তালাকের সংখ্যা নির্ধারণ করে দেয়।

আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন,

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا يَجِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا إِلَّا أَنْ يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

অর্থ :- তালাক দু'বার। অতঃপর বিধি মোতাবেক রেখে দেবে কিংবা সুন্দরভাবে ছেড়ে দেবে। আর তোমাদের জন্য হালাল নয় যে, তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ, তা থেকে কিছু নিয়ে নেবে। তবে উভয়ে যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমারেখায় তারা অবস্থান করতে পারবে না। সুতরাং তোমরা যদি আশঙ্কা কর যে, তারা আল্লাহর সীমারেখা কায়েম রাখতে পারবে না তাহলে স্ত্রী যা দিয়ে নিজেকে মুক্ত করে নেবে তাতে কোন সমস্যা নেই। এটা আল্লাহর সীমারেখা। সুতরাং তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। আর যে আল্লাহর সীমারেখাসমূহ লঙ্ঘন করে, বস্তুত তারাই যালিম।[সূরা বাকারা : ২২৯]

পশ্চিমা নারীবাদীদের দাবি হলো তারা সবক্ষেত্রে পুরুষদের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে চায়। তারা ঘরে এবং বাইরে পুরুষদের সাথে সমান তাল মিলিয়ে চলতে চায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এটি দেখতে বা শুনতে মনোমুগ্ধকর এবং যৌক্তিক মনে হলেও বাস্তবে এমনটি কখনোই সম্ভব নয়। কারণ প্রকৃতিগতভাবেই নারী-পুরুষের শারীরিক মানসিক সবদিক থেকেই রয়েছে অসংখ্য ভিন্নতা। যদিও বর্তমান আধুনিক বিশ্বে এই

ব্যাপারটি সম্ভব এবং সফল হিসেবে দেখানো হলেও পশ্চিমা নারীবাদ তত্ত্বে প্রকৃতপক্ষে নারীরা ই ক্ষতিগ্রস্ত।

কিন্তু পশ্চিমা বিশ্ব নারীবাদ তত্ত্ব বাস্তবায়নে ভুল পথে হাটলেও ইসলাম নারী-পুরুষ কে দিয়েছে এক অসাধারণ সমতা। ইসলাম নারীকে তার নিজস্ব অবস্থান এবং পুরুষকে তার নিজস্ব অবস্থান থেকে করেছেন সম্মানিত করেছে এবং প্রতিদানের দিক থেকে করেছেন সমান।

অর্থাৎ, একজন নারী যদি কোনো নেক আমল করে আল্লাহ তা'য়ালা তাকে একজন পুরুষের সমপরিমাণ সওয়াব ও বিনিময় দিয়ে থাকেন। নারীকে নারী হওয়ার কারণে তার সওয়াব ও মর্যাদায় কোনো ভাবেই কম দেয়া হয় না। এদিক থেকে নারীকে পুরুষের সমান মর্যাদার অধিকারী করা হয়েছে।

এ সম্পর্কে পবিত্র কুরআনে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন,
مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أَنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

অর্থ: যে মুমিন অবস্থায় নেক আমল করবে, পুরুষ হোক বা নারী, আমি তাকে পবিত্র জীবন দান করব এবং তারা যা করত তার তুলনায় অবশ্যই আমি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দেব। [সূরা নাহল : ৯৭]

নারী - পুরুষ সবাই আল্লাহর সৃষ্টি এবং আল্লাহ তা'য়ালা তাদেরকে এক আত্মা থেকেই সৃষ্টি করেছেন। কেউ ই মর্যাদার দিক থেকে আল্লাহর কাছে কম নন। সবাই আমরা আমাদের মহান রবের গোলাম। মানুষ হিসেবে আমাদের মর্যাদা উল্লেখ করে

আল্লাহ তা'য়ালা কুরআনে ইরশাদ করেছেন,
وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

অর্থ: আর আমি তো আদম সন্তানদের সম্মানিত করেছি এবং আমি তাদেরকে স্থলে ও সমুদ্রে বাহন দিয়েছি এবং তাদেরকে দিয়েছি উত্তম রিয্ক। আর আমি যা সৃষ্টি করেছি তাদের থেকে অনেকের উপর আমি তাদেরকে অনেক মর্যাদা দিয়েছি। [সূরা বনী ইসরাঈল - ৭০]

নোট - নারী- ইসলামের আগে ও পরে, লেখক - মুতয়েব উমর আল হারেসি, বাংলা অনুবাদ থেকে নেয়া।

নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে

" নিজের পায়ে দাঁড়াতে হবে " - বাক্যটি পশ্চিমাদের শেখানো একটি মুখরোচক বুলি ব্যাখ্যিত আর কিছু ই নয়। সাধারণত এটি নারী-পুরুষ উভয়ের জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পুরুষদের জন্য ব্যবহৃত হয় তখনই, যখন একজন প্রাপ্ত বয়স্ক পুরুষ তার চরিত্র ধরে রাখার জন্য, বেকার অবস্থায় তার জীবনের জন্য সঙ্গীনি কে পেতে চায়। তখন সুশীল এবং অবুঝ অভিবাবকরা তেড়ে এসে বলে - গর্দভ! নিজে এখনো কোনো ইনকাম করো না, বাবা-মার হোটেলের বসে খাও। বিয়ে করে বউকে খাওয়াবে কি? আগে নিজে প্রতিষ্ঠিত হও। ভালো একটা চাকরি-বাকরি করো। নিজের পায়ে দাঁড়াও। তারপর বিয়ে। " বেচারী পুরুষ তখন আর কোনো উত্তর দিতে পারে না। এভাবে সে তার হালাল জৈবিক চাহিদা মেটাতে শয়তানের ধোঁকায় পড়ে হারিয়ে যায় নিষিদ্ধ পল্লিতুলোতে।

কিন্তু পাঠকের মনে প্রশ্ন আসতেই পারে, আমাদের টপিক ফেমিনিজম নিয়ে। এই বাক্যে তাহলে নারীরা কিভাবে প্রভাবিত হয়? চলুন দেখি নারীরা কিভাবে প্রভাবিত হয়,

১) ছোট বেলা থেকেই মাহরাম বিহীন সংসারে লিড দেয়া বোনেরা বলতে পারবেন সাংসারিক স্ট্রাগল ঠিক কতখানি। সবসময় সুখের স্বপ্ন বুনতে বুনতে দুঃখের মূর্ত্তগুলো পার করতে হয়। হায় আফসোস! দ্বীনি জ্ঞানে অজ্ঞ বোনেরা আমার মনে করেন, জীবনে পড়ালেখা করে অনেক বড় হবো, ভালো চাকরি করবো, তারপর পর্যাপ্ত টাকা আসবে, তারপর সুখ.....। তখন পুরো সংসারের হাল আমিই ধরবো। বিয়ে-টিয়ে পরে। আগে ইনকাম করে জীবনের স্বপ্নগুলো সব পূরণ করবো।।।

এভাবে তারা নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে। নিজের অজান্তেই এই পশ্চিমা চেতনা লালন করে নিজের অন্তরে।

২) বড়লোক বাবার ঐ সুশীল মেয়েটাও নিজের পায়ে দাঁড়ানোর স্বপ্ন দেখে।

বিয়ে করে বরের কাছে হাত পাতবো কেন?

এতো পড়ালেখা করেছি কি ঘরে বসে বাচ্চা পালনের জন্য?

আমার কি নিজের কোনো সখ আহ্লাদ নেই?

সব টাকা বরের কাছে থেকে চেয়ে চেয়ে নিতে হবে কেন?এতে আমার ভীষণ আত্মমর্যাদায় আঘাত লাগে।তাই আমিও ঘরে বসে থাকবো না।বরের পাশাপাশি আমিও ইনকাম করবো,নিজের পায়ে দাঁড়াবো, নিজের হাত খরচ নিজেই যোগান দিবো।

৩) এটা আমাদের মূল পয়েন্ট। যেখান থেকে আমাদের মননে মগজে একটু একটু করে গেঁথে দেয়া হয়েছে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর কনসেপ্ট।

মনে পড়ে?

হাই স্কুলে যখন পড়তাম!স্যার-ম্যামরা আমাদের এক এক করে জিজ্ঞেস করতেন " বড় হয়ে তুমি কি হতে চাও?"

কেউ বলতো - ডাক্তার হতে চাই,

কেউ শিক্ষক, কেউ প্রকৌশলী, কেউ কেউ আবার পাইলটও হতে চাইতো।

আমার খুব মনে পড়ে - আমার এক সহপাঠী বলেছিলো,সে ম্যাজিস্ট্রেট হতে চায়।আমি তখন পাশে বসে নিজের অবুঝ মনকে প্রশ্ন করেছিলাম ম্যাজিস্ট্রেট আবার কি? লজ্জায় সেদিন আর তাকে জিজ্ঞেস করিনি ম্যাজিস্ট্রেট মানে কি।

যাইহোক!এই যে " বড় হয়ে কি হতে চাই " এ ধরনের প্রশ্নগুলোর উত্তরের পেছনে একটাই উদ্দেশ্য থাকে তা হলো কেবল অর্থ আর ভোগ।আমাদেরকে ভোগ করিয়ে অর্থ নিয়ে যাচ্ছে কেউ। আমাদের ভেতর চাহিদা তৈরি করা হচ্ছে। এমন বহু জিনিসের চাহিদা, যা ছাড়াও আমাদের জীবন চলতে পারত।যে চাহিদাগুলো বাদ দিলে আমাদের জীবন আরও আনন্দের হতে পারতো। এসব চাহিদার পেছনে ছুটতে ছুটতে আমরা আমাদের রাত দিন ব্যয় করছি অনায়াসে। কখনো কি ভেবে দেখেছেন?আপনার নিজের জন্য কতটুকু সময় আপনার রয়েছে আপনার হাতে?আপনার জীবন কি আসলেই আপনার,না অন্য কারো ইশারায় আপনি ছুটছেন?কোনো অজানা গন্তব্যের আশায়। আর এভাবে ছুটতে গিয়ে কিভাবে নিজেকে পশ্চিমাদের দাসত্বে আবদ্ধ করছেন তা ঘুনাঙ্করেও টের পাচ্ছেন না।নিজে রাত-দিন পরিশ্রম করে পুঁজিবাদের ঘরে ফসল উঠাতে ব্যস্ত আমাদের নারী সমাজ।অথচ এরই ফাঁদে পড়ে নিজের মহামূল্যবান সম্ভ্রম হারাচ্ছে আমাদের লাখো-কোটি বোন।নানাভাবে হেনস্তার শিকার হতে হচ্ছে অফিস কলিগ, বস নামের জঘন্য কতক ব্যক্তিহের কাছে।প্রতিটি স্তরে, প্রতিটি নারী আজ লাঞ্চিত, অপমানিত।চাকরি-বাকরি করে, ইনকাম করে তথাকথিত প্রফেশনাল লাইফ ডিল করা প্রতিটি নারীর সাক্ষাৎ কার নিলেই দেখা যাবে দশে আটজন নারী ই

আপনাকে তার প্রফেশনাল জীবনে সম্মুখীন হওয়া বিব্রতকর পরিস্থিতির বর্ণনা দিচ্ছে।এভাবেই সুখ সম্মানের মোড়কে সাজানো মহামায়ার পেছনে নিজের শ্রম ও সময় কে নষ্ট করে আমরা হারাচ্ছি আমাদের দুনিয়া ও আখিরাত।

স্বাধীনতা.....।

আচ্ছাহ!স্বাধীনতা মানে কি?

স্ব + অধীনতা = স্বাধীনতা।অর্থাৎ, নিজের অধীন,নিজের মন যা চায়,যেমন চায় তা-ই করা।একেই বলে স্বাধীনতা। আমার জীবন,আমি যেভাবে চাইব সেভাবে কাটবে,সেভাবে চলবে।কারও ইচ্ছেমতো আমি আমার জীবন কাটাতে বাধ্য নই।

যেমনটা - " মাই লাইফ মাই চয়েজ " শ্লোগানে বলা হয়।

আসলেই কি তাই?আপনার জীবন কি ঠিক তেমনিই চলে?যেমনটা আপনি চান?চলুন একটু পর্যালোচনা করে দেখি!

আমরা বসবাস করি একটি পরিবারে,সমাজে,রাষ্ট্রে।এই তো!পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্র হচ্ছে প্রতিষ্ঠান এবং এগুলো সুষ্ঠুভাবে চলতে আইন লাগবে।সোজাসাপ্টা কথা। রাষ্ট্রীয় আইন আপনাকে মানতেই হবে।যেমন,আপনি এখন দেশীয় আইন মানেন।সমাজের ভয়ে অনেক কিছুই তো করেন না!বিভিন্ন বিষয় নিয়ে পরিবারের মতের বাইরে যেতে পারেন না,ইত্যাদি।

তাহলে স্বাধীনতার সংজ্ঞাটা কি বাস্তবসম্মত হলো?নাকি শ্রুতিমধুর ফাঁকা বুলি হলো?'আমি কারো কথায় চলি না,আমি আমার অধীন'- শোনায় তো বেশ দারুন।।।

তাহলে বোঝা গেল,স্বাধীনতা বলতে যে অর্থ, তা আসলে বাস্তবে সম্ভব না।আমরা কেউই স্ব-ইচ্ছার অধীন হতে পারি না।পরিবার-সমাজ-রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে কোনো না কোনো নিয়ম-আইন আপনাকে আমাকে মেনে চলতেই হবে এবং এটাই নিয়ম।

এখন একদল সুশীল তেড়ে এসে বলবে,স্বাধীনতা শব্দটি দিয়ে আমি আমার ব্যক্তিজীবনের স্বাধীনতা বুঝিয়েছি,রাষ্ট্র-সমাজের আইন তো আমাকে মানতেই হবে!!

আসলে আপনি ভীষণ বিভ্রান্তিতে আছেন। ব্যক্তিজীবনেও আপনার রয়েছে হাজারো পরাধীনতা। সেটি কিভাবে? চলুন কিছু উদাহরণ দিয়ে বুঝা যাক.....

■ সিনেমায় নায়িকা শর্ট-কামিজ পরলে আমাকেও পরতে হবে, লং-কামিজ পরলে লং-কামিজ। লেগিং-প্লাজো-জিন্স- যখন ফ্যাশন যেটা আসবে সেটা।।।

শুনুন! এগুলো তো আপনার ইচ্ছে না! সুতরাং আপনার মনকে কেউ নিয়ন্ত্রণ করছে।

■ আর্ট-কালচারের নামে যা-ই আসে, তা-ই মেনে নিতে হবে। হোক সেটা নগ্নতা, বেডসিন, রেপসিন, সমকামিতা..... সবকিছু।

■ একটা ডিগ্রির জন্য জীবনের পাঁচ-পাঁচটা বছর এমন কিছু জিনিস শিখে বা না-শিখেই পার করতে হবে, যা আমার বাকি জীবনে আর কোনো কাজে আসবে না। জেএসসি-এসএসসি-এইচএসসির মার্কশীট টাই জীবন। মনমতো না হলে আত্মহত্যা করতে হবে।

■ চাকুরিতে প্রমোশনের জন্য বা চাকরি হারানোর ভয়ে, লাগলে নিরপরাধকে ফাঁসাতে হবে। মিথ্যা বলতে হবে, চোখ বুঁজে থাকতে হবে। বুক কাঁপা যাবে না ক্রসফায়ারের ট্রিগার টানতে।

■ ব্যবসায় লাভের জন্য খাবারের মধ্যে বিষাক্ত রঙ, প্যাকেট বড় জিনিস কম, ম্যাংগো জুসের নামে কুমড়া, কাটা চিকন চাল, মজুদ করে দাম বাড়ানো, রমজানে দাম বাড়ানো। কেবল ক'টা টাকা বেশি পাওয়ার আশায়, আমাকে এগুলো করতেই হবে।

■ "লোকে কি বলবে"-এর খাপে জীবনকে আঁটাতে গিয়ে জীবনটাকেই কেটেছেটে বাঁকিয়ে মুচড়ে ঠেসে ঢুকাতে হবে। নইলে স্ট্যাটাস থাকবে না।

দেখুন তো, আপনি ভাবছেন আপনি স্বাধীন। কিন্তু সেই আপনাকেই স্বাধীনতার অন্তরায় অনেক কিছুই করতে হচ্ছে, যা আপনি জন্মের মতো করে যাচ্ছেন। যেন অদৃশ্য কেউ আপনাকে হাঁকিয়ে নিয়ে চলেছে।

আসলে, স্বাধীনতা শব্দটি দিয়ে পশ্চিমা যা বোঝায়, তার কোনো বাস্তব অস্তিত্ব নেই। আপনাকে জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই কেউ না কেউ কন্ট্রোল করে। আপনার সজ্ঞানে বা জ্ঞাতসারে। সবখানেই আপনি কাউকে না কাউকে মানতে বাধ্য। মানব রচিত, মানুষের বানানো কোনো না কোনো সিস্টেমকে মেনে চলছি আমরা সবাই। দাসত্ব করছি মানুষের। তাই আমাদের উচিত আরেকজন দাসের দাসত্ব না করে বরং দাসের মালিকের দাসত্বে ফিরে যাওয়া। [বই - ডবল স্ট্যাভার্ট ০.২]

ইহুদিদের একটি প্রটোকল থেকে নেয়া বক্তব্যে তাদেরকে আলোচনা করতে দেখা যায়, তারা বলে-

“ স্বাধীনতা, সাম্য,ভ্রাতৃত্ব ইত্যাদি মতবাদকে আমরা অতি প্রাচীন কাল থেকে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে আসছি।কিন্তু পৃথিবীর বোকা গর্দভ বুদ্ধিজীবীরা এই মতবাদগুলো নিজেদের অধিকার আদায়ের মাধ্যম বলে মনে করছে এবং এরজন্য নিজের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছে।তারা নিজেরাই আমাদের পাতা ফাঁদে পা দিয়েছে এবং নিজেদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধ ধ্বংস করেছে।সম্ভবত অতি বুদ্ধিমান এবং সুকৌশলী ব্যক্তিরাও এসব মতবাদের মর্মার্থ অনুধাবনে সক্ষম হয়নি।তারা কখনো বুঝতে পারেনি একতা,সাম্য বা স্বাধীনতা বলতে আদৌ কিছু নেই।”

[বই- দ্যা সিক্রেটস অব জায়োনিজম]

নারীত্ববাদ নাকি পশ্চিমাদের নারীবাদ

প্রথম অধ্যায়েই নারীবাদের অর্থ এবং উদ্দেশ্য সম্পর্কে আমরা প্রকৃত ধারণা লাভ করেছি।এখানে নারীদের সমান অধিকার বলে আমাদের সেক্যুলার নারী সমাজ কোন উদ্দেশ্য কে হাসিল করতে চায়।এখানে সমান অধিকার বলে বুঝানো হয়েছে নারীদেরকে পুরুষের সমান অধিকার দেয়ার কথা। আরেকটু সহজ করে বললে তা হলো - " পুরুষ চরিত্রের সমার্থক চরিত্র হওয়া ই আমাদের সেক্যুলার নারীবাদের মূলমন্ত্র "।আবার কর্মক্ষেত্রে পুরুষের সমান অধিকার বলতে এখানে মূলত মাসিক হাদিয়া টাকে পুরুষের ইনকামের সমান করা হয়েছে। বস্তুত, শক্তি এবং সামর্থ্যের দিক থেকে নারীরা প্রকৃতগত ভাবেই পুরুষদের থেকে পিছিয়ে। সমান অধিকারের নামে আরো যেসব অধিকার দাবি করা হয় তা হলো - শারীরিক অখণ্ডতা ও সায়ভ্রশাসনের অধিকার, (তথাকথিত) যৌন সহিংসতা থেকে মুক্ত হওয়া, ভোট দেয়া,সরকারি পদে থাকা,আইনি চুক্তিতে প্রবেশ করা,পারিবারিক আইনে সমান অধিকার থাকা,প্রজনন,সম্পত্তির মালিকানা এবং শিক্ষা। এতোসব দাবি তো তারা করে এসেছে দৈহিকভাবে নারী বৈশিষ্ট্যের উপর থেকে।কিন্তু এবার নারীবাদী তত্ত্ব যেনো ষোলোকলায় পূর্ণ হলো।কারণ, নারীবাদীদের আরো একটি উদ্ভট দাবি হলো জেন্ডার

সমতা। অর্থাৎ, দেখতে মেয়ে হলেও মন থেকে আমি আসলে একজন পুরুষ। তাই আমাকে পুরুষের মতো জীবন-যাপন করার অধিকার দিতে হবে।

মজার বিষয় হলো - যারা নারীবাদ তত্ত্বে বিশ্বাসী তারা আমাদের উম্মাহাতুল মু'মিনিন হযরত উম্মু সালামা রা. কে প্রথম নারীবাদি ব্যক্তিত্ব হিসেবে উপস্থাপন করে এবং এর মাধ্যমে তারা নারীবাদ তত্ত্ব কে ইসলামের আলোকে যৌক্তিক প্রমাণ করতে চায়।

নারীদের অধিকার সম্পর্কে রাসুলুল্লাহ (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে জিজ্ঞাসিত উম্মু সালামা রা. এর প্রশ্নগুলো ছিলো -

১) তিনি (উম্মু সালামা রা.) নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে বলেছিলেন,

~ইয়া রাসুলুল্লাহ, মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে সবসময় পুরুষদের নাম ই কেন উল্লেখ করেন? নারীদের কেন নয়? [তিরমিযি - ৩২১১/মুসনাদে আহমাদ - ৬/৩০১]

উক্ত প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'য়ালা কুরআন থেকে নাযিল করেন -

إِنَّ الْمُسْلِمِينَ وَالْمُسْلِمَاتِ وَالْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْفَتَنِينَ وَالْفَتَنَاتِ وَالصَّادِقِينَ وَالصَّادِقَاتِ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرَاتِ وَالْخَشِيعِينَ وَالْخَشِيعَاتِ وَالْمُتَصَدِّقِينَ وَالْمُتَصَدِّقَاتِ وَالصَّائِمِينَ وَالصَّائِمَاتِ وَالْحَافِظِينَ فُرُوجَهُمْ وَالْحَافِظَاتِ وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ ۚ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا

অর্থ : নিশ্চয় মুসলিম পুরুষ ও নারী, মুমিন পুরুষ ও নারী, অনুগত পুরুষ ও নারী, সত্যবাদী পুরুষ ও নারী, ধৈর্যশীল পুরুষ ও নারী, বিনয়াবনত পুরুষ ও নারী, দানশীল পুরুষ ও নারী, সিয়ামপালনকারী পুরুষ ও নারী, নিজদের লজ্জাস্থানের হিফায়তকারী পুরুষ ও নারী, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও নারী, তাদের জন্য আল্লাহ মাগফিরাত ও মহান প্রতিদান প্রস্তুত রেখেছেন। [সূরা আহযাব - ৩৫]

২) তিনি (উম্মু সালামা রা.) নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে জিজ্ঞেস করেছিলেন -

~ইয়া রাসুলুল্লাহ! মহান আল্লাহ পবিত্র কুরআনে মুহাজিরদের প্রশংসা করেছেন। নারী মুহাজিরদের কথা আসেনি কেন!?

এমন প্রশ্নের জবাব দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন -

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۚ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

অর্থ :- নিশ্চয় যারা ঈমান এনেছে ও যারা হিজরত করেছে এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের আশা করে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা বাকারা - ২১৮]

অন্য এক আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন -

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّمَّنْ ذَكَرَ أَوْ أُنتَبِىَ ۖ بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ ۚ
فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَأُودُوا فِي سَبِيلِي وَقُتِلُوا أَوْ قَتَلُوا لَأَكْفِرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ
وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ ۖ وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ

অর্থ :-অতঃপর তাদের রব তাদের ডাকে সাড়া দিলেন যে, 'নিশ্চয় আমি তোমাদের কোন পুরুষ অথবা মহিলা আমলকারীর আমল নষ্ট করব না। তোমাদের একে অপরের অংশ। সুতরাং যারা হিজরত করেছে এবং যাদেরকে তাদের ঘর থেকে বের করে দেয়া হয়েছে এবং যাদেরকে আমার রাস্তায় কষ্ট দেয়া হয়েছে, আর যারা যুদ্ধ করেছে এবং নিহত হয়েছে, আমি অবশ্যই তাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ বিলুপ্ত করে দেব এবং তাদেরকে প্রবেশ করাবো জান্নাতসমূহে, যার তলদেশে প্রবাহিত হচ্ছে নহরসমূহ; আল্লাহর পক্ষ থেকে প্রতিদানস্বরূপ। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম প্রতিদান। [আলে ইত্যাদি - ১৯৫]

৩) মুজাহিদ ইবনে জাবের রা. বলেন,উম্মে সালামা রা. নবীজী ﷺ কে জিজ্ঞেস করলেন

-

~ ইয়া রাসুলুল্লাহ! আমাদের নারীদের জন্য জিহাদে যাওয়া নিষিদ্ধ, কিন্তু পুরুষদের অনুমতি আছে।আর যখন উত্তরাধিকার সম্পদের ব্যাপার আসে, আমরা কেবল অর্ধেক পাই,পুরুষের তুলনায়।

[অর্থাৎ - তখন উত্তরাধিকার বা সম্পদ উপার্জনের অন্যতম মাধ্যম ছিলো গণিমত।যেহেতু পুরুষা যিহাদে যেতে পারতো এবং গণিমতও তারাই অর্জন করতো।অন্যদিকে নারীদের জন্য রাখা হয়েছে এর অর্ধেক। আক্ষরিক অর্থে, উম্মে সালামা রা. এর প্রশ্ন থেকে এটা বুঝা যায় যে - যেহেতু নিষিদ্ধতার কারণেই আমরা জিহাদে যেতে পারি না,যদি জিহাদে যাওয়ার অনুমতি থাকতো সেক্ষেত্রে আমরা গণিমতের পুরো অংশটাই পেতে পারতাম।কিন্তু আমরা অর্ধেক পাচ্ছি। তবে এমন প্রশ্নের ক্ষেত্রেও তিনি আল্লাহর জবাবে সন্তুষ্ট ছিলেন।

আবার ঠিক একই প্রসঙ্গে পুরুষ রাও নবীজী (সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) কে প্রশ্ন করেছিলেন। যে,ইয়া রাসুলুল্লাহ! নারীরা তো যিহাদে অংশগ্রহণ করে না,তাহলে তারা কেন অর্ধেক সম্পদ পাবে? সুবহানাল্লাহ। এখানে ব্যাপারটা এমন নয় যে তাঁরা(সাহাবা-সাহাবিয়াগণ) এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট ছিলেন।না বরং তাদের জ্ঞানের পরিধি ছিলো

আমার আপনার চেয়ে বহুগুণ বড়। বরং এটি হলো নীতিবিদ্যা ও নৈতিকতার আসল বাস্তবতা। এখানে আপনি যেকোনো জায়গা থেকেই যৌক্তিক বক্তব্য উপস্থাপন করতে পারবেন।

তাহলে আমরা দেখি, তাদের এমন প্রশ্নের জবাবে আল্লাহ তা'য়ালার কি বলেছিলেন,, পবিত্র কুরআনে তিনি বলেন-

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرَّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَسَأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

অর্থ :-আর তোমরা আকাঙ্ক্ষা করো না সে সবার, যার মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের এক জনকে অন্য জনের উপর প্রাধান্য দিয়েছেন। পুরুষদের জন্য রয়েছে অংশ, তারা যা উপার্জন করে তা থেকে এবং নারীদের জন্য রয়েছে অংশ, যা তারা উপার্জন করে তা থেকে। আর তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর অনুগ্রহ চাও। নিশ্চয় আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক জ্ঞাত।[সূরা নিসা- ৩২]

নারীত্ব বলতে সাধারণত মেয়ে বা নারীদের সাথে জড়িত আচরণ, চরিত্র ইত্যাদি গুণাবলি কে বোঝানো হয়।ঐতিহ্যগতভাবে মেয়েলি হিসেবে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যগুলো হলো - কোমলতা, নম্রতা, সহানুভূতি, সহনশীলতা এবং সংবেদনশীলতা। নারী বৈশিষ্ট্যের প্রতিপক্ষ হলো পুরুষ। পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে এসেছে -

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى

অর্থ :- আর কোনো পুরুষ নারীর মতো নয়।

[সূরা আলে ইমরান - ৩৬]

নিম্নে নারীত্বের কিছু বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করা হলো :-

১) চারিত্রিক পবিত্রতা :- অশ্লীলতা, অনৈতিকতা ও অমার্জিত আচার-আচরণ থেকে নারীরা বেঁচে থাকবে। নারীর চারিত্রিক পবিত্রতা রক্ষায় আল্লাহ তাদের সংযত চলাফেরা, দৃষ্টি অবনত রাখা ও লজ্জাস্থানের হেফাজত করার নির্দেশ দিয়েছেন।

আল্লাহ তা'য়ালার বলেন -

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ

অর্থ :- মুমিন নারীকে বলুন, তারা যেন দৃষ্টি অবনত রাখে এবং লজ্জাস্থান হেফাজত করে।[সূরা নূর - ৩১]

২)লজ্জা ও শালীনতা:- লজ্জা ও শালীনতা মানুষের ব্যক্তিত্বের মূল ভিত্তি। নারীর ক্ষেত্রে তা বেশি মূল্য বহন করে।শালীনতা মুমিন নারীর মর্যাদা ও সৌন্দর্যের ভিত্তি, যা তার পোশাক পরিচ্ছদ থেকে শুরু করে জীবনের সব ক্ষেত্রে প্রকাশ পায়।পবিত্র কুরআনে আল্লাহ একজন নারীর শালীন আচরণের প্রশংসা করে বলেছেন -

فَجَاءَتْهُ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءٍ ۖ

অর্থ :- তখন নারীদ্বয়ের একজন লজ্জাজড়িত পায়ে তার কাছে এলো।[সূরা ক্বাসাস - ২৫]

অন্য আয়াতে আল্লাহ তা'য়ালা বলেন - তারা যেন তাদের গোপন আবরণ প্রকাশের জন্য সজোরে পা না ফেলে।

সুতরাং নারী এমনভাবে চলাফেরা করবে না যা তার ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ নয় এবং যা মানুষকে গুনাহের পথে ধাবিত করে।

৩)স্বামীর আনুগত্য ও আত্মত্যাগ:- ইসলামি পারিবারিক ব্যবস্থায় স্বামী পরিবার প্রধান।পরিবারে ভালো-মন্দের দিকনির্দেশনা প্রধানত স্বামীর উপর বর্তায়।তাই ইসলাম পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষার্থে স্ত্রীকে ইসলামি শরিয়ত অনুমোদিত বিষয়ে স্বামীর আনুগত্য করতে এবং সুখে দুঃখে তার পাশে থেকে সাহস যোগাতে বলেছে।

আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন-

“নারী যদি তার পাঁচ ওয়াক্ত সালাত পড়ে,রমযানের সিয়াম রাখে,স্বীয় লজ্জাস্থান হেফাজত করে এবং নিজ স্বামীর আনুগত্য করে, তাহলে জান্নাতে যে দরজা দিয়ে ইচ্ছে প্রবেশ করবে”।[সহিহ ইবনে হিব্বান]

অন্য এক হাদিসে এসেছে, আবু হুরায়রা রা. থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন,রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন -

“কোনো নারীর পক্ষে বৈধ নয় স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ব্যতীত সিয়াম রাখা এবং স্বামীর অনুমতি ব্যতীত কাউকে তার ঘরে প্রবেশাধিকার দেওয়া ”। [সহিহ বুখারি - ৪৮৯৯,,সহিহ মুসলিম - ১০২৬,,আহমাদ(২/৩১৬)]

স্বামীর আনুগত্যের ব্যাপারে আল্লাহ তা'য়ালা পবিত্র কুরআনে বলেন -

ط فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۖ

অর্থ :- সুতরাং পুণ্যবতী নারীরা অনুগত, তারা লোকচক্ষুর আড়ালে হেফাজতকারীনি ঐ বিষয়ে যা আল্লাহ হেফাজত করেছেন। [সূরা নিসা - ৩৪]

এ আয়াতের দাবি হলো, স্ত্রী উপর স্বামীর আনুগত্য করা ওয়াজিব। সেটি তার সাথে সফর হোক, তার সাথে আনন্দ করার সুযোগ দেয়ার বিষয়ে হোক বা অন্য যেকোনো চাহিদা হোক। এ কথা রাসুলুল্লাহ সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর সুন্নতও প্রমাণ করে। [শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ রহ., 'মাজমুউল ফতোয়া' (৩২/২৬০ ও ২৬১)]

৪) পুরুষে মানসিক আশ্রয় :- বাহ্যত পুরুষ নারীর অভিাবক হলেও আল্লাহ নারীকে পুরুষের মানসিক আশ্রয় বানিয়েছেন এবং দাম্পত্য জীবন সুখময় করতে তাদের মধ্যে ভালোবাসা ও সহানুভূতি দান করেছেন।

আল্লাহ তা'য়ালা বলেন -

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

অর্থ :- তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্যে থেকে সঙ্গীনি সৃষ্টি করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। তোমাদের মধ্যে পারস্পরিক ভালোবাসা ও দয়া সৃষ্টি করেছেন। চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য এতে বহু নিদর্শন রয়েছে। [সূরা রোম - ২১]

আয়াতে ব্যবহৃত " যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও "- বাক্য থেকে পুরুষের জন্য নারীর মানসিক আশ্রয় হওয়ার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

৫) দ্বীন পালনে পুরুষের সহযোগী:- দ্বীন পালন এবং সমাজে দ্বীন প্রচার ও প্রতিষ্ঠায় পুরুষের সহযোগী নারী। প্রত্যেক নারী ও পুরুষ নিজ নিজ জায়গা থেকে পরস্পরকে দ্বীনের ব্যাপারে সহযোগিতা করবে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন -

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ ۚ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۚ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ۚ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ ۚ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

অর্থ :- আর মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু, তারা ভাল কাজের আদেশ দেয় আর অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, আর তারা সালাত কায়ম করে, যাকাত প্রদান করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। এদেরকে আল্লাহ শীঘ্রই দয়া করবেন, নিশ্চয় আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবাহ - ৭১]

৬) মোহনীয় বাকভঙ্গী:- স্বভাবতই নারী কোমল কণ্ঠের অধিকারী। নারীর রূপ, ভঙ্গি ও কথার মোহময়তা সর্বজনবিদিত। রূপের মতো কথার মায়াজালেও তারা আটকাতে

পারে পুরুষকে। দুর্বল চরিত্রের পুরুষ সহজেই মোহগ্রস্ত হয় তার কথায়। পবিত্র কুরআনে নারীর কথায় জাদুময়তার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে -

﴿إِنْ اتَّقَيْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

অর্থ :- যদি তোমরা তাকওয়া অবলম্বন কর(আল্লাহ কে ভয় কর), তবে (পরপুরুষের সাথে) কোমল কণ্ঠে কথা বলো না, তাহলে যার অন্তরে ব্যাধি রয়েছে সে প্রলুদ্ধ হয়। [সূরা আহজাব - ৩২]

কুরআনের ব্যাখ্যাকারগণ এই আয়াত উদ্ধৃত করে বলেন - কথার এই কোমলতা ও মোহনীয় ভঙ্গি নারীর বিশেষ গুণ। যা তার স্বামী ও আপনজনের জন্য যেমন প্রশংসনীয়, তেমনি দুর্বল ঈমানের পুরুষ যার প্রলুদ্ধ হওয়ার ভয় আছে তার সামনে তা প্রকাশ করা নিন্দনীয়। (তাফসিরে ইবনে কাসির ও তাফসিরে তাবারি)

৭) মার্জিত ভাষা:- আল্লাহ কুরআনে নারীদের মার্জিত ভাষা ব্যবহার করতে বলেছেন। যা অস্পষ্টতা, জড়তা ও পাপের ইঙ্গিতবহ হবে না। আল্লাহ তা'য়ালা বলেন -

﴿وَقُلْنَ قَوْلًا مَّعْرُوفًا﴾

অর্থ :- আর তোমরা ন্যায়সঙ্গত কথা বলবে। [সূরা আহজাব - ৩২]

আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রা. এই আয়াতে ব্যবহৃত "কাওলাম-মারুফা" এর ব্যাখ্যায় বলেছেন, নারীরা অনুচ্চ ভাষায় এমনভাবে কথা বলবে, যা শরিয়ত নিষেধ করেনি এবং মানুষের কাছেও তা শুনতে খারাপ মনে হয় না। (তাফসিরে কুরতুবি)

আল্লামা ইবনে কাসির রহ. বলেন - "নারী সুন্দর, মার্জিত ও কল্যাণবহ কথা বলবে"। (তাফসির ইবনে কাসির)

নোট <https://www.kalerkantho.com/print-edition/islamic-life/2020/03/06/882408>

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটি স্পষ্ট যে, নারী প্রকৃতিগতভাবেই পুরুষ চরিত্রের বিপরীত। নারীর স্বভাব, আচার-আচরণ, বাচনভঙ্গি সবকিছু পুরুষের বিপরীত এবং পরিপূরক। সুশৃঙ্খল পরিবার ও সমাজ গঠন ও পরিচালনায় বিভিন্ন অবস্থানে নারী পুরুষের অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন। কিন্তু আধুনিক বিশ্বে নারী-পুরুষের সমান অধিকার বা নারীবাদ নামের যে ট্রেন্ড চালু হয়েছে তা আমাদের পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্রকে বিশৃঙ্খলিত করে। তারা কওমে লুতের অনুসরণ করে নারী পুরুষের জেভার সমতা

স্থাপন করতে চায়। কিন্তু দুনিয়ার কোনো বিষয়ে ই জেভার সমান নয়। আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র কুরআনে বলেন -

وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَىٰ

অর্থ :- পুরুষ কখনো নারীর মতো নয়। [সূরা আলে ইমরান - ৩৬]

বস্তুত আল্লাহ তা'য়ালার পুরুষকে সৃষ্টি করেছেন নারীর কর্তা হিসেবে (নারীর সমান নয়)। এ সম্পর্কে কুরআনে ইরশাদ হয়েছে -

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ

অর্থ :- পুরুষগণ নারীদের উপর কতৃত্ববান। [সূরা নিসা-৩৪]

অন্য এক আয়াতে ইরশাদ হয়েছে -

ط وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ

অর্থ :- আর পুরুষদের তাদের উপর একটা মর্যাদা রয়েছে। [সূরা বাকারা-২২৮]

আধুনিক সেক্যুলার ফিমিনিজম বা নারীরা উম্মে সালামা রা. কে নারীবাদের প্রথম আইডল হিসেবে উপস্থাপন করলেও তারা নিজেদের মধ্যে উম্মে সালামা রা. এর সম্পূর্ণ আদর্শকে গ্রহণ করেনি। নবীজী সল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কাছে উপস্থাপিত নারী অধিকার বিষয়ক সমস্ত প্রশ্নের জবাব আল্লাহ তা'য়ালার স্বয়ং দিয়েছিলেন এবং উম্মে সালামা রা. তা বিনা বাক্যে মেনে নিয়েছিলেন। তিনি আল্লাহর জবাবে সন্তুষ্ট ছিলেন। আর এটাই হলো আসল ফেমিনিজম। যাকে আমরা ইসলামিক ফেমিনিজমও বলতে পারি। ইসলামি ফেমিনিজম তো সেটাই - যা নারীর সৃষ্টিকর্তা নারীকে দিয়েছে। আল্লাহ তা'য়ালার নারীকে যতটুকু অধিকার দিয়েছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা এবং এর সীমালঙ্ঘন না করা। এটাই মুসলিম নারীদের বৈশিষ্ট্য হওয়া উচিত। এটাই মুমিন নারীদের বৈশিষ্ট্য -

سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا

অর্থ :- আমরা শুনলাম এবং অনুগত্য করলাম (মানলাম) [সূরা বাকারা-২৮৫]

উম্মে সালামা রা. এবং সমস্ত সাহাবিয়ারা ইসলামের আদর্শের প্রতি বিশ্বাসী ছিলেন এবং আল্লাহর হুকুমে অটল ছিলেন। তাঁরা তাদের জীবনে নারীত্ব (femininity) কে বাস্তবায়ন করেছিলেন, নারীবাদ (feminism) কে নয়।